আধুনিক বাংলাভাষার লক্ষণ। প্রেক্ষিত বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক'।

মধ্যযুগের শেষকবি রায়গুনাকার ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর বছর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দকে আধুনিক বাংলাভাষার সূচনালগ্ন ধরা হয়। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আজ পর্যন্ত এর বিস্তৃতিকাল। স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' অবলম্বনে আধুনিক বাংলাভাষার লক্ষণ—

১। আধুনিক বাংলাভাষার প্রধান লক্ষণ গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত। স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' বাংলা গদ্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২০ জুন বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে যান। সঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা।'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে স্বামীজী তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত পত্রাকারে নিয়মিত লিখে পাঠাতেন।এগুলিই 'বিলাতযাত্রীর পত্র' শিরোনামে উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয়বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হতে থাকে। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় এর নাম হয় 'পরিব্রাজক'।

২। প্রথম দিকে সাধুগদ্য লেখা হতো। মূলত মধ্যযুগীয় বাংলার শব্দরূপ-ধাতুরূপ ও প্রধানত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার নিয়ে সাধুগদ্য নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের কথ্যভাষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল চলিতগদ্য। বিবেকানন্দ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে কলকাতার ভাষাকে চলিতগদ্যের মান্যরূপ বলেছেন। তিনি চলিতরীতিতে গদ্যলেখার জন্য জোড়ালো বক্তব্য রেখেছেন। 'পরিব্রাজক' বাংলা চলিতগদ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। 'আজ সাতদিন হ'ল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে, খবরটা লিখবো মনে করি, খাতাপত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাঁধায়।একের নম্বর—কুড়েমি।...দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না।' এমন প্রাণজল ভাষা খুব বেশি দেখা যায় না। প্রতিটা পরিচ্ছেদের নামও সহজ, সরল চলিতভাষায় লেখা। 'গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ', 'জাহাজের কথা', 'ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', 'দক্ষিণী সভ্যতা', 'সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম', 'মনসুন :এডেন', 'সুয়েজখালে : হাঙ্গর শিকার', 'ভূমধ্যসাগর', 'ইওরোপী সভ্যতা', 'ইওরোপে', 'ফ্রান্স ও জার্মানি', 'অস্ট্রিয়া ও হুঙ্গারি' ইত্যাদি।

৩। মধ্যযুগের বাংলায় অপিনিহিতির ফলে শব্দমধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হতো।যেমন করিয়া>কইরা। আধুনিক চলিত বাংলায় অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপের ধ্বনিপরিবর্তন অভিশ্রুতি সংঘটিত হল। যেমন কইরা>করে। 'পরিব্রাজক'এ বিবেকানন্দ লিখছেন, 'তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্র পার একলাফে হয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হ'য়ে, ওছল পাছল ক'রে খোঁটাখুঁটি ধ'রে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস-রাক্ষুসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্ছি! খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম।'

করিয়া>কইরা>করে

রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখে

দেখিয়া>দেইখ্যা>দেখে

শুনিয়া>শুইন্যা>শুনে

৪। আধুনিক চলিত বাংলায় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত দু'টো বিষম স্বরধ্বনি স্বরসঙ্গতির প্রক্রিয়ায় সমীভূত হয়ে একইরকম বা প্রায় একইরকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন দেশি>দিশি, পটুয়া>পোটো। 'পরিব্রাজক'এ আছে, '১৬১৬ খ্রী অব্দে দিনেমারেরা চন্দননগর হ'তে আট মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আড়ত করলে। তারপর ইংরেজরা কলকেতা বসালেন আরও নীচে।'

হইতে>হ'তে

কলিকাতা>কলকেতা

৫।আধুনিক বাংলায় সংযোজক অব্যয়ের (conjunction) ব্যবহার বেশি। 'ও' , 'এবং '। 'ও ' যোগ করে দুটো পদকে। 'এবং' যোগ করে দুটো বাক্যকে।অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে।

'আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয় : একটি বজবজের কাছে জেমস ও মেরী নামক চোরাবালি, দ্বিতীয়টি ডায়মণ্ড হারবারের মুখে চড়া।'

'পাল-জাহাজের কাপ্তানি করা বা মাল্লাগিরি করা স্টীমার অপেক্ষা অনেক শক্ত এবং পাল-জাহাজে অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কাপ্তান কখনও হয় না।'

৬। আধুনিক বাংলা ভাষার লক্ষণ হল স্বরসংক্ষেপ বা স্বরধ্বনি লোপ।'পরিব্রাজক'এ আছে, 'যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটি আর আমরা দুজন ভারতবাসী—আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি।'

দুইটি>দুটি

দুইজন>দুজন

৭। ক্রিয়াপদকে উহ্য বা অনুক্ত রাখা আধুনিক বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য। বিবেকানন্দের লেখায় তার ছাপ স্পষ্ট। ' তারি সামনে কমান্ডারের ঘর—বৈঠক। আশেপাশে অফিসারদের। তারপর একটা মস্ত ছাত—উপর খোলা।ছাতের ওপাশে আবার দু-চারটি ঘর। নীচের তলায়ও ঐরকম ঢাকা দালান, তার নীচেও দালান; তার নীচে দালান এবং মাল্লাদের শোবার স্থান, খাবার স্থান ইত্যাদি।'

৮। অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে একাধিক সরল বাক্যকে একটি যৌগিক বা মিশ্র বাক্যে পরিণত করার প্রবণতা আধুনিক বাংলারই বৈশিষ্ট্য। 'ময়দানি জঙ্গের সময়, তোপ-বন্দুক থেকে উভয় পক্ষের উপর যে মুষলধারা গোলাগুলি সম্পাত হয়, তার এক হিসসে যদি লক্ষ্যে লাগে তো উভয় পক্ষের ফৌজ ম'রে দু-মিনিটে ধুন হয়ে যায়।'

৯। আধুনিক বাংলাভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য নঞর্থক অব্যয় 'না' , 'নাই' , 'নি' বসে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। যেমন, ' দেশী মাল্লারা কাজ করে ভাল, মুখে কথাটি নাই, আবার সিকিখানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে অসন্তুষ্ট; বিশেষ—অনেকে গোরার অন্ন খাচ্ছে দেখে , খুশী নয়। তারা মাঝে মাঝে হাঙ্গামা তোলে। আর তো কিছু বলবার নেই; কাজে গোরার চেয়ে চটপটে। তবে বলে, ঝড়-ঝাপটা হ'লে জাহাজ বিপদে পড়লে এদের সাহস থাকে না।'

১০। আধুনিক যুগে বাঙালির চিন্তা-চেতনার সঙ্গে বিশ্বসংস্কৃতির যোগ স্থাপিত হয়েছে। ফলে বহু বিদেশি শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দগুচ্ছ আধুনিক বাংলার শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়ে ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। ' ঝড়-ঝাপট হলেই ডেকযাত্রীদের বড় কষ্ট যখন বন্দরে মাল নাবায়। এক উপরে 'হরিকেন ডেক' ছাড়া সব ডেকের মধ্যে একটা করে মস্ত চৌকা কাটা আছে, তারই মধ্য দিয়ে মাল নাবায় এবং তোলে।...ঘরের মধ্যে একখানি ছোট কার্পেট পাতা।...অপর দ্যালেও ঐ রকম একখানি 'সোফা'।'